যুগান্তর

APR. 10 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৬ ....

ছাত্রদল কর্মীদের হামলায় ক্যাম্পাসে ১০ ছাত্রলীগ নেতাকর্মী আহত

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ছাত্রদল কর্মীদের হামলায় ছাত্রলীগের ১০ নেতাকর্মী আহত হয়েছেন। গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে এ ঘটনা ঘটে। ছাত্রদল কর্মীদের ধাওয়া খেয়ে পালাতে গিয়েও অনেকে আহত হন। নতুন কমিটি

নেতাকর্মী : পৃষ্ঠা : ২ কলাম : ৬

নেতাকর্মী : ছাত্রদল কর্মীদের হামলায়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গঠনের পর গতকালই ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের বড় জমায়েত ছিল। সোমবার রাতে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সুধাসদনে দেখা করতে গেলে তিনি দ্বন্দ্ব-ক্ষোভ ভুলে সংগঠনের স্বার্থে একত্রে কাজ করার জন্য তাদের নির্দেশ দেন। সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মারুফা আক্তার পপি ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সাইফুজ্জামান শিখর অর্ধশতাধিক নেতাকর্মীসহ গতকাল মধুর কেন্টিনে গেলে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের কর্মীদের তোপের মুখে পড়েন। তারা ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে উদ্দেশ করে ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকেন। এ সময় জিয়া হল শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক হেমায়েত পরবর্তী সময়ে বহিষ্কৃত তার কয়েকজন কর্মীসহ সেখানে উপস্থিত হন। হেমায়েতের উপস্থিতির খবর পেয়ে ছাত্রদলের জিয়া হলের কর্মীরা মধুর কেন্টিনে জড়ো হতে থাকে। পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা টিএসসিতে যান। সেখান থেকে হেমায়েত এবং ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক চলে যাওয়ার পর পরই ছাত্রদলের ২০/২২ জন কর্মী ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের ধাওয়া করে। ধাওয়া খেয়ে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা ডাস, জনতা ব্যাংক এবং টিএসসির অভ্যন্তরে যে যার মতো দৌড়ে পালান। ছাত্রদল কর্মীরা হেমায়েতকে নাম ধরে খুঁজতে থাকে। তারা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক দেলোয়ার, কেন্দ্রীয় সদস্য অপর্ণাসহ ১০/১২ জন কর্মীকে অপদস্থ করে পালায়। এর মধ্যে রাস্তায় পড়ে নূরুল আমিনের হাত ভেঙে যায়। এছাড়াও আহত হন জামিল, মিল্টন, তড়িৎ, মিঠু, বাবু প্রমুখ। জানা গেছে, ছাত্রলীগের একটি অংশ ছাত্রদলকে হামলায় মদদ দিয়েছে। এ ব্যাপারে ছাত্রলীগের প্রচার সম্পাদক আবদুল আলীম বলেছেন, সরকারের প্ররোচনায় এই হামলা হয়েছে।

এদিকে কেন্দ্রীয় সম্মেলনের পর মহানগর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সম্মেলনের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী ৭ মে মহানগর দক্ষিণ, ১৮ মে মহানগর উত্তর এবং ১৯ জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সংগঠনসূত্র জানিয়েছে, বিদ্রোহী নেতাকর্মীদের শান্ত করতেই সাবেক ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সম্মেলনের পর এক সপ্তাহ অতিবাহিত হলেও ছাত্রলীগ এখন পর্যন্ত কোন কর্মসূচি পালন করেনি। গতকাল ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মারুফা আক্তার পপি ও সাধারণ সম্পাদক সাইফুজ্জামান শিখর, সহ-সভাপতি ওয়াহিদুর রহমান টিপু, একেএম আজিম, প্রচার সম্পাদক আবদুল আলিম ও দেলোয়ার হোসেন বিকালে কেন্দ্রীয় জেলগেটে নির্বাচিত সভাপতি লিয়াকত শিকদার ও সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন।

প্রতিবাদ

এদিকে যুগান্তরে প্রকাশিত 'ছাত্রলীগের নতুন কমিটিতে চিহ্নিত সন্ত্রাসী' শীর্ষক সংবাদে নবমনোনীত সাংগঠনিক সম্পাদক সোহেল হাজারীকে সন্ত্রাসী বলে উল্লেখ করায় প্রতিবাদ জানিয়েছেন টাঙ্গাইল জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি তোফাজ্জল হোসেন মুকুল ও সাধারণ সম্পাদক ফজলুর রহমান ফারুক। সোহেল হাজারী নিজেও এর প্রতিবাদ জানিয়েছেন।